52

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষক সঙ্কট ॥ ঢাকা ভার্সিটিতে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে শিক্ষক সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে এই শিক্ষক সঙ্কটের কারণে বিভিন্ন বিভাগ যথাসময়ে কোর্স সম্পন্ন করতে পারছে না। এ কারণে পরীক্ষার তারিখ বার বার পিছাতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুমোদিত ১৬শ' ৩১টি পদের অনুকূলে শিক্ষক আছে মাত্র ১৩শ' ৫১ জন। এর মধ্যে এক শ' ২৩ জন আছেন ছুটিতে। দেড় শতাধিক শিক্ষক বেশিরভাগ সময় এনজিওর কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩২ জনে একজন যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩৯ হাজার ৩শ' ২৭ জন। এই সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র ১২শ' ৩০ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের চরম আবাসিক সঙ্কট রয়েছে। মোট ৩৯,৩২৭ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৬ হাজার ২শ' ২৯ জন অনাবাসিক। ১২ হাজার ৭শ' ১২ জন আবাসিক ছাত্রছাত্রীর এক তৃতীয়াংশ দ্বৈতাবাসিক। ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট। ১৪ হাজার ১শ' ৩৬ ছাত্রীর জন্য মাত্র তিনটি হল, পক্ষান্তরে ২৫ হাজার ১শ' ৯১ ছাত্রের জন্য ৯১টি হল রয়েছে। হলগুলোতে ছাত্ররা ডবলিং, ট্রিপলিং, ফ্লোরিং করে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তারপর ছাত্র রাজনীতি নামক দানবের রুমদখল পাল্টা দখল ও জোরজবরদস্তি তো রয়েছেই।

শিক্ষানীতি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে তিন গুণ বাড়ানো উচিত। বর্তমানে উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ত্বরিত করেন। সে অনুযায়ী গত এক বছরে অর্ধশতাধিক শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে জটিলতার কারণে আবার কয়েকটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত হয়ে আছে। অনুমোদিত পদ থেকে ৪শ' ৩ শিক্ষক কম থাকার পরও রয়েছে শিক্ষকদের এনজিওপ্রীতি। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক বিঘ্নিত হচ্ছে।

নতুন শিক্ষকরা নিয়োগ পাওয়ার পরই উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটিতে দেশের বাইরে যান। তাঁদের অনেকেই আর ফিরে আসেন না। বছরের পর বছর এসব পদ খালি থাকে। অর্থনীতি বিভাগের ১০ শিক্ষক, ভূগোল বিভাগের ৬ জন, ভূতত্ত্ব বিভাগের ৬ জন, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ৭ জন, প্রাণরসায়ন বিভাগের ৭ জন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৭ জন এবং ফিন্যান্স এ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ৭ জন শিক্ষক ছুটিতে আছেন। আইন, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, অর্থনীতি, ফলিত রসায়ন, কম্পিউটার, অণুজীব বিজ্ঞান, ফার্মেসি, ভূবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকদের এনজিও'র প্রতি ঝুঁকি বেশি বলে জানা গেছে। কয়েকটি বিভাগের ৭/৮ শিক্ষক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে, পারিবারিক ঐতিহ্য ও শিক্ষক রাজনীতিতে ভাল অবস্থানে থাকার কারণে তারা বছরের পর বছর ক্লাস না নিয়ে, নিজের খামখেয়ালিমতো চলার পরও বেতন-ভাতা ঠিকই নিচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, শিক্ষক সঙ্কটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, তা পুরোপুরি ঠিক নয়। তিনি বলেন, শিক্ষকদের অনুমোদিত পদের অনুকূলে ৩শ' খালি পদে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তবে সময় লাগবে। তিনি আরও বলেন, বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষক যাঁদের ছুটি শেষ হয়ে গেছে তাঁরা দু'মাসের মধ্যে ফিরে না এলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ইতোমধ্যেই নোটিস দেয়া হয়েছে। যে সকল শিক্ষক এনজিওতে কাজ করেন, ক্লাস নিতে খামখেয়ালিপনা করেন এঁদের সম্পর্কে বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানগণ বিভাগীয় কার্যক্রমে রিপোর্ট প্রদান করবেন সংশ্লিষ্ট ডিনের কাছে। ডিন মহোদয় মনিটর করে দেখবেন দু আর টেকিং ক্লাস অর নট। এরপর আমাকে জানালে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'